যায়যায়দিন

তারিখ ... 0 APR 2002 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২ ...

শিক্ষকরা আইন মানছেন না

শিক্ষার্থী নির্যাতনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন

সারাদেশে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর নির্মম নির্যাতনের হার বেড়েছে। মানুষ গড়ার কারিগর খ্যাত শিক্ষকরাই সামান্য উসিলায় তাদের শিক্ষার্থীদের শারীরিক নির্যাতন করে আহত করে দিচ্ছেন। কোথাও কোথাও নির্যাতনের মাত্রা এতটাই ভয়াবহ ও নির্মম যে তা মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে হার মানিয়ে দেয়। কোনো কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা একজন ছাত্র বা ছাত্রীর ছোটখাটো ত্রুটি বা অন্যায়ের সূত্র ধরে শ্রেণীকক্ষের সব ছাত্রছাত্রীকে পিটিয়ে আহত করছেন। তাদের মধ্যে অনেককেই হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়েছে। বর্তমান সরকার শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ মনোযোগী এবং শিক্ষামন্ত্রীর কঠোর ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত শিক্ষা ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্যও এনে দিচ্ছে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড এবং শিক্ষকরা হচ্ছেন এই মেরুদণ্ডকে দেশ ও জাতির সেবায় যথাযথভাবে গড়ে তোলার অনন্য কারিগর। পিতা মাতা সন্তান জন্ম দিলেও একজন মানব সন্তান মূলত শিক্ষকের ছত্রছায়ায় থেকেই আগামীর জন্য নিজেকে পরিপূর্ণভাবে তৈরি করার সুযোগ পায়। সে ক্ষেত্রে দেশের আগামী কর্ণধার তৈরিতে বাবা-মায়ের পাশাপাশি শিক্ষকের গুরুত্ব অনেক। কিন্তু শিক্ষার্থীরা শিক্ষক দ্বারা নির্মম নির্যাতনের শিকার হলে শিক্ষার প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব তৈরি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে বর্তমান সরকার শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের ওপর যে কোনো ধরনের শারীরিক নির্যাতন নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু সরকারের এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেশের বিভিন্ন জেলায় শিক্ষার্থীদের ওপর মধ্যযুগীয় নির্যাতন চালাচ্ছেন। এর মাধ্যমে অভিযুক্ত শিক্ষকরা শুধু যে স্পষ্টত সরকারি আদেশ অমান্য করছেন তা না, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাজীবনকেও অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। যা একটি দেশ ও জাতির জন্য মঙ্গলকর নয়। আমরা চাই, এইসব অভিযুক্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে যথাযথ তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হোক।

বগুড়ার শেরপুরে পাষণ্ড এক শিক্ষক ক্লাসে পড়া দিতে না পারায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর এক ছাত্রীকে পিটিয়ে তার হাত ভেঙে ফেলেছে। মোটা বেত দিয়ে পেটানোর পর চুলের মুঠি ধরে টেবিলের ওপর ধাক্কা মারলে ছাত্রীটির বাম হাতের কনুই ভেঙে যায়। ফরিদপুর জেলার সদরপুর উপজেলার একটি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ইসলামী শিক্ষা ক্লাস নেয়ার সময় অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রের স্কুল ড্রেস নোংরার অজুহাতে ছাত্রটির পরনের শার্টের কলার টেনে ছিঁড়ে ফেলেন এবং তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন। পরে ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার উদ্দেশ্যে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে একটা আপসরফায় যাওয়ার চেষ্টা করেন। এমনিভাবে লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলায় দশম শ্রেণীর এক ছাত্র তার স্কুলের এক শিক্ষকের নির্মম বেত্রাঘাতে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। গৌরীপুরে (ময়মনসিংহ) দল বেঁধে স্কুলের মাঠে ক্রিকেট খেলার অপরাধে প্রধান শিক্ষকের বর্বর নির্যাতনের শিকার এক শিশু বর্তমানে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা নিচ্ছে। কক্সবাজারে বনভোজনে গিয়ে সমুদ্র সৈকত দেখতে যাওয়ায় এতিম শিশু শিক্ষার্থীদের পশুর মতো পিটিয়েছেন এক পাষণ্ড শিক্ষক। এসব ঘটনায় স্থানীয় সুধীসমাজ, অভিভাবক ও সচেতন মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন, তাদের অপসারণ দাবি করে মামলাও করেছেন। প্রকাশিত ঘটনাসমূহ নিঃসন্দেহে সারাদেশে শিক্ষকদের নির্মম নির্যাতনের খণ্ডচিত্র। কিন্তু এর ভয়াবহতা ও নির্মমতা আমাদের হতবাক করেছে। শিক্ষক যৌক্তিক কারণে তার শিক্ষার্থীদের শাসন করার অধিকার রাখলেও তার মানে এই নয় সেই শাসন একজন শিক্ষার্থীর জীবন সংশয়ের কারণ হয়ে উঠবে। উল্লেখিত ঘটনাগুলোর একটিতেও শিক্ষকরা তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও শিক্ষক হিসেবে তাদের নিজস্ব নীতি ও আদর্শকে অনুসরণ করেননি। বরং তাদের মধ্যযুগীয় আচরণ সারাদেশের শিক্ষক সমাজকে জাতির কাছে হেয় প্রতিপন্ন করেছে। এমন পরিস্থিতিতে স্থানীয় প্রশাসন ও সচেতন সমাজের সহায়তায় সারাদেশের নির্যাতনকারী শিক্ষকদের চিহ্নিত করে প্রচলিত আইনে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে আগামীতে আর কোনো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ওপর এ ধরনের নির্যাতন করতে না পারে।

স্থানীয় প্রশাসন ও সচেতন সমাজের সহায়তায় সারাদেশের নির্যাতনকারী শিক্ষকদের চিহ্নিত করে প্রচলিত আইনে তাদের শাস্তি নিশ্চিত করা জরুরি, যাতে আগামীতে আর কোনো শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ওপর এ ধরনের নির্যাতন করতে না পারে।